سورة البينة

সূরা বাইয়্যিনাহ্

মক্কায় অবতীর্ণ, ৮ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝١

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝٢ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝٣ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ

اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝٤ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا

لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا

الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝٥ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ

نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝٦ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝٧ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۗ ذٰلِكَ

لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۝٨

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আহ্‌লে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তারা প্রত্যাবর্তন করত না, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। (২) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একজন রসূল, যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা, (৩) যাতে আছে, সঠিক বিষয়বস্তু। (৪) অপর কিতাব প্রাপ্তরা যে বিভ্রান্ত হয়েছে তা হয়েছে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই। (৫) তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠ-ভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। (৬) আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম। (৭) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম

করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। (৮) তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।

তফসীরের সার সংক্ষেপ

কিতাবধারী ও মুশরিকদের মধ্যে যারা (পয়গম্বরের আবির্ভাবের পূর্বে) কাফির ছিল, তারা (তাদের কুফর থেকে কখনও) বিরত হত না, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত; (অর্থাৎ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন রসূল, যিনি (তাদেরকে) পবিত্র সহীফা পাঠ করে শোনাতেন, যাতে আছে সঠিক বিষয়বস্তু। (অর্থাৎ কোরআন। উদ্দেশ্য এই যে, এই কাফিরদের কুফর এমন শক্ত ছিল এবং তারা এমন কঠিন মূর্খতায় লিপ্ত ছিল যে, কোন রসূল ব্যতীত তাদের পথে আসা ছিল সুদূরপরাহত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিরুত্তর করার জন্য আপনাকে কোরআন দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাদের উচিত ছিল একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করা এবং কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।) আর যারা কিতাব-প্রাপ্ত ছিল, (যারা কিতাবপ্রাপ্ত নয়, তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য) তারা যে বিভ্রান্ত হয়েছে (দীনের ব্যাপারে) তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই। (অর্থাৎ সত্য ধর্মের সাথেও মতানৈক্য করেছে এবং পূর্ব থেকে যে পারস্পরিক মতানৈক্য ছিল, তাও সত্য ধর্মের অনুসরণের মাধ্যমে দূর করেনি। মুশরিকদের কথা না বলার কারণ এই যে, তাদের কাছে তো পূর্ব থেকেও কোন ঐশী জ্ঞান ছিল না)। অথচ তাদেরকে (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে) এ আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা খাঁটি মনে, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে (মিছামিছি কাউকে আল্লাহ্র অংশীদার করবে না।) নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। আর এটাই সঠিক ধর্ম। [সারকথা, আহ্লে কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা কোরআন ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ বলে উপরে কোরআনের শিক্ষাও তাই বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং কোরআনকে অমান্য করার কারণে তাদের কিতাবেরও বিরোধিতা হয়ে গেছে। এ হচ্ছে আহলেকিতাবদের দোষ। মুশরিকরা পূর্ববর্তী কিতাব না মানলেও ইবরাহীম (আ)-এর তরীকা যে সত্য, তা স্বীকার করত। আর এটা সুনিশ্চিত যে, ইবরাহীম (আ) শিরক থেকে মুক্ত ছিলেন। কোরআনও এ তরীকার সাথে একমত। সুতরাং মুশরিকদের জন্যও প্রমাণ পূর্ণ হয়ে গেছে। এখানে বিভক্ত ও বিরোধী বলে সেসব কাফিরকে বোঝানো হয়েছে, যারা ঈমান আনেনি। এ থেকে জানা গেল যে, যারা বিভেদ ও বিরোধিতা করেনি, তারা ঈমানদার। অতঃপর আহলে-কিতাব, মুশরিক ও মু'মিনদের শাস্তি ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে—] নিশ্চয় আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে, আর তারাই হল সৃষ্টির অধম। নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান—চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের

প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে (অর্থাৎ তারাও কোন গোনাহ্ করবে না এবং তাদের সাথেও কোন অপ্রিয় ব্যবহার করা হবে না)। এটা (অর্থাৎ জান্নাত ও সন্তুষ্টি) তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে। আল্লাহ্‌কে ভয় করলেই ঈমান ও সৎ কর্ম সম্পাদিত হয়, যা জান্নাত ও সন্তুষ্টি লাভের চাবিকাঠি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়াতে কুফর, শিরক ও মূর্খতার ঘোর অন্ধকারের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এহেন সর্বগ্রাসী অন্ধকার দূর করার জন্য একজন পারদর্শী সংস্কারক প্রেরণ করা ছিল অপরিহার্য। রোগ যেমন জটিল ও বিশ্বব্যাপী, তার প্রতিকারের জন্য চিকিৎসকও তেমনি সুনিপুণ ও বিচক্ষণ হওয়া দরকার। অন্যথায় রোগ নিরাময়ের আশা সুদূরপরাহত হতে বাধ্য। অতঃপর সেই বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকের গুণাগুণ উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁর অস্তিত্ব একটি 'বাইয়্যিনাহ্' অর্থাৎ কুফর ও শিরককে অসার প্রতিপন্ন করার জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরপর বলা হয়েছে যে, এই চিকিৎসক হলেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত একজন রসূল, যিনি কোরআনের সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তাদের কাছে আগমন করেছেন। এ পর্যন্ত আয়াত থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল—এক. পয়গম্বর প্রেরণের পূর্বে দুনিয়াতে বিরাট অনর্থ এবং মূর্খতার অন্ধকার বিরাজমান ছিল এবং দুই. রসূলুল্লাহ্ (সা) মহান মর্যাদার অধিকারী। অতঃপর কোরআনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।

يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ — يَتْلُوا শব্দটি تلاوت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ 'পাঠ করা'। তবে যে কোন পাঠকেই তিলাওয়াত বলা যায় না বরং যে পাঠ পাঠদানকারীর প্রদত্ত অনুশীলনের সম্পূর্ণ অনুরূপ হবে তাকেই 'তিলাওয়াত' বলা হয়। তাই পরিভাষায় সাধারণত কোরআন পাঠ করার ক্ষেত্রে 'তিলাওয়াত' শব্দ ব্যবহৃত হয়। صحف শব্দটি صحيفة-এর বহুবচন। যেসব কাগজে কোন বিষয়বস্তু লিখিত থাকে সেগুলোকেই বলা হয় সহীফা। كتب শব্দটি كتاب-এর বহুবচন। এর অর্থ লিখিত বস্তু। এদিক দিয়ে কিতাব ও সহীফা সমার্থবোধক। কিতাব অর্থ কোন সময় আদেশও হয়ে থাকে। যেমন, এক আয়াতে আছে لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ—এখানেও এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অন্যথায় فيها বলার কোন মানে থাকে না।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুশরিক ও আহলে-কিতাবদের পথভ্রষ্টতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে সরে আসা সম্ভবপর ছিল না, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আল্লাহ্‌র কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে রসূলকে সুস্পষ্ট প্রমাণরূপে প্রেরণ করেন। তাঁর কর্তব্য ছিল তাদেরকে পবিত্র সহীফা তিলাওয়াত করে শুনানো অর্থাৎ তিনি সেসব বিধান শুনাতেন, যা পরে সহীফার মাধ্যমে সংরক্ষিত

করা হয়। কেননা, প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন সহীফা থেকে নয়—স্মৃতি থেকে পাঠ করে শুনাতেন। এসব সহীফায় ন্যায় ও ইনসাফ সহকারে প্রদত্ত ও চিরন্তন বিধি-বিধান লিখিত ছিল।

تفرق—وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ

-এর অর্থ এখানে বিরোধ ও অস্বীকার করা। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্ম ও আবির্ভাবের পূর্বে আহলে-কিতাবরা তাঁর নবুয়তের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করত। কেননা, তাদের ঐশী গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জীল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত, তাঁর বিশেষ বিশেষ গুণাবলী ও তাঁর প্রতি কোরআন অবতরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা ছিল। তাই ইহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন বিরোধ ছিল না যে, শেষ যমানায় মুহাম্মদ মোস্তফা (সা) আগমন করবেন, তাঁর প্রতি কোরআন নাযিল হবে এবং তাঁর অনুসরণ সবার জন্য অপরিহার্য হবে।

কোরআন পাকেও তাদের এই ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا—অর্থাৎ আহলে-কিতাবরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং যখনই মুশরিকদের সাথে তাদের মুকাবিলা হত, তখনই তাঁর মধ্যস্থতায় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বিজয় কামনা করে দোয়া করত যে, শেষ নবীর বরকতে আমাদেরকে সাফল্য দান করা হোক। অথবা তারা মুশরিকদেরকে বলত ঃ তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষা করছ বটে, কিন্তু সত্বরই একজন রসূল আসবেন, যিনি তোমাদেরকে পদানত করবেন। আমরা তাঁর সাথে থাকব, ফলে আমাদেরই বিজয় হবে।

সারকথা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আগমনের পূর্বে আহলে-কিতাবরা সবাই তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে অভিন্ন মত পোষণ করত কিন্তু যখন তিনি আগমন করলেন, তখন তারা অস্বীকার করতে লাগল। কোরআনের অন্য এক আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوْا بِهٖ—অর্থাৎ তাদের কাছে যখন পরিচিত রসূল সত্য ধর্ম অথবা কোরআন আগমন করল, তখন তারা কুফর করতে লাগল। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আশ্চর্যের বিষয়, রসূলের আগমন ও তাঁকে দেখার পূর্বে তো তাদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে কোন মতবিরোধ ছিল না; সবাই তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে একমত ছিল কিন্তু যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ শেষ নবী আগমন করলেন, তখন তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। কেউ তো বিশ্বাস স্থাপন করে মু'মিন হল এবং অনেকেই কাফির হয়ে গেল।

এ ব্যাপারটি কেবল আহলে-কিতাবদেরই বৈশিষ্ট্য ছিল, তাই আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে—মুশরিকদের উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু প্রথম ব্যাপারে উভয় দলই শরীক ছিল,

তাই প্রথম আয়াতে উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ বলা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপে দ্বিতীয় ব্যাপারেও মুশরিক এবং আহলে-কিতাব—উভয় সম্প্রদায়কে শামিল করে তফসীর করা হয়েছে।

وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ—অর্থাৎ আহলে-কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ করা হয়েছিল খাঁটি মনে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে, নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে। এরপর বলা হয়েছে, এটা কেবল তাদেরই বৈশিষ্ট্য নয়, প্রত্যেক সঠিক মিল্লাতের অথবা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের তরীকাও তাই। বলা বাহুল্য, قيمة শব্দটি كتب -এর বিশেষণ হলে এর উদ্দেশ্য কোরআনী বিধি-বিধান হবে এবং আয়াতের মতলব হবে এই যে, মোহাম্মদী শরীয়ত প্রদত্ত বিধি-বিধানও হুবহু তাই, যা তাদের কিতাব তাদেরকে পূর্বে দিয়েছিল। ভিন্ন বিধি-বিধান হলে অবশ্য তারা বিরোধিতার বাহানা পেত। কিন্তু এখন সে সুযোগ নেই।

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ—এ আয়াতে জান্নাতীদের প্রতি সর্ববৃহৎ নিয়ামত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন ঃ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ (হে জান্নাতীগণ)। তখন তারা জওয়াব দিবে لبيك ربنا وسعديك والخير كل فى يديك হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা উপস্থিত এবং আপনার আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন ঃ هل رضيتم তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা জওয়াব দেবে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! এখনও সন্তুষ্ট না হওয়ার কি সম্ভাবনা? আপনি তো আমাদেরকে এত সব দিয়েছেন, যা অন্য কোন সৃষ্টি পায়নি। আল্লাহ্ বলবেন, আমি তোমাদেরকে আরও উত্তম নিয়ামত দিচ্ছি। আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি নাযিল করছি। অতঃপর কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।—(বুখারী, মুসলিম)

আলোচ্য আয়াতেও খবর দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতীরাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর প্রতিটি আদেশ ও কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতেই পারে না। এমতাবস্থায় এখানে জান্নাতীদের সন্তুষ্টি উল্লেখ করার

তাৎপর্য কি? জওয়াব এই যে, সন্তুষ্টির এক স্তর হল প্রত্যেক আশা ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া এবং কোন কামনা অপূর্ণ না থাকা। এখানে সন্তুষ্টি বলে এই স্তরই বোঝানো হয়েছে। উদাহরণত সূরা যোহায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে ঃ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ অর্থাৎ সত্বরই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এমন বস্তু দান করবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এখানে অর্থ চূড়ান্ত বাসনা পূর্ণ করা। এ কারণেই এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তা হলে আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ আমার একটি উম্মতও জাহান্নামে থাকবে।—(মাযহারী)

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ —সূরার উপসংহারে আল্লাহ্র ভয়কে সমস্ত ধর্মীয় উৎকর্ষ এবং পারলৌকিক নিয়ামতের ভিত্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোন শত্রু, হিংস্র জন্তু অথবা ইতর প্রাণী দেখে যে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাকে خشية বলা হয় না বরং কারও অসাধারণ মাহাত্ম্য ও প্রতাপ থেকে যে ভয়-ভীতির উৎপত্তি, তাকেই خشية বলা হয়। এই ভয়ের প্রেক্ষিতে সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সত্তার সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করা হয় এবং অসন্তুষ্টির সন্দেহ থেকেও আত্মরক্ষা করা হয়। এই ভীতিই মানুষকে কামিল ও প্রিয় বান্দায় পরিণত করে।
